দামুড়হুদায় সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্রে ৩৫ শিক্ষার্থীর সবক গ্রহণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্রে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর পবিত্র কোরআন শিক্ষার সবক গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে জয়রামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পবিত্র কোরআন শরিফের সবক প্রদান করা হয়।

মো. শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার মডেল কেয়ারটেকার মো. রহমত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়রামপুর ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মো. শহিদুল ইসলাম।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবুল হোসেন, সাধারণ কেয়ারটেকার মো. নজরুল ইসলাম, মো. রফিকুল ইসলাম জিয়া, মো. আব্দুল হালিম, মো. মনিরুজ্জামান, মো. আহমেদ আলী ও মাওলানা ইয়াসিন আরাফাত।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক হাফেজ মো. জিল্লুর রহমান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত ‘নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’-এর অংশ হিসেবে এ সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রটির নাম জয়রামপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র। এর কেন্দ্র কোড নম্বর ৫৪১।

এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের পবিত্র কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

গাংনীতে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ, নতুন নাম রবিন ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়ায় সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন রঞ্জিত দাসের ছেলে রবিন দাস। ধর্মান্তরের পর তাঁর নতুন নাম রাখা হয়েছে রবিন ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তিনি রবিন ইসলাম নামে পরিচিত হচ্ছেন।

এদিকে, নতুন জীবনের পথচলায় রবিন ইসলাম সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন, যেন তিনি সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

ধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেহেরপুরে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। “সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি” প্রতিপাদ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (MIPS) প্রকল্পের আওতায় এবং ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (FCDO) এর অর্থায়নে গতকাল

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সংলাপ

অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর পিএফজির সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলী খান এবং সঞ্চালনা করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন।

সংলাপে প্রধান আলোচক ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবুল সূত্রধর, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. সাইদুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির।

অনুষ্ঠানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ প্রকল্পের লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় নাগরিকদের ভূমিকা বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান, রাজিয়া সুলতানা, শিহাব ও সুমী বিশ্বাস।

সংলাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী, তরুণ-তরুণী, পিস অ্যাম্বাসেডর এবং স্থানীয় নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনায় বক্তারা ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা, গুজব প্রতিরোধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পিস অ্যাম্বাসেডর সিরাজ উদ্দীন বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে সঠিকভাবে লালন ও পালন করেন, তিনিই প্রকৃত মুমিন। তিনি উল্লেখ করেন, সমাজের অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো আইনের শাসন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, যা অনেক সময় সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান বলেন, “সবার উপরে মানুষ সত্য” এই মূল্যবোধ বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে সহিংসতার ঘটনা অনেকাংশেই কমে আসবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে কোনোভাবেই গুজবে কান দেওয়া যাবে না।

প্রতিটি ধর্মের অনুসারীর সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য এড়িয়ে প্রকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংলাপের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন আজমুল হোসেন মিন্টু, সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং পিস অ্যাম্বাসেডর, পিএফজি, মেহেরপুর সদর। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় সম্প্রীতির চর্চা করে আসছে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আরও জোরদার করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের সহিংসতা সৃষ্টি না হয়।

অনুষ্ঠানে সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবুল সূত্রধর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশকে এমন সময়োপযোগী আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অনেক সময় গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই কোনো তথ্য নিশ্চিত না হয়ে তা বিশ্বাস বা প্রচার করা উচিত নয়। একই সঙ্গে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে ধর্মীয় সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মো. ওয়াজেদ আলী খান বলেন, বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও বৈষম্য সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সমাজে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কালীগঞ্জে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক যুবক আটক

ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে প্রশান্ত কুমার দাস (৪৮) নামে সনাতন ধর্মাবলম্বী এক যুবককে আটক করেছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ। প্রশান্ত কালীগঞ্জ শহরের কলেজপাড়া এলাকার মৃত ননী গোপাল দাসের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার (২৮ জুন) বেলা ১২ টার দিকে শহরের কলেজ রোডে সুবোধ দেবনাথের তন্ময় স্টোর নামে একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন ব্যক্তি বসে চা পান ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ সময় উপস্থিত একজন বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম।

এসময় প্রশান্ত কুমার দাস ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মুখ খিস্তি করে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে জানা যায়, এতে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন মুসলিম প্রতিবাদ জানালে তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যায়।

পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতে পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী এরশাদ ও আরিফ হোসেন বলেন, তারা চায়ের দোকানে বসে চা পান ও গল্প করছিলেন। এ সময় প্রশান্ত কুমার দাস ইসলাম ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তারা এর প্রতিবাদ করলে তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। পরে পুলিশ এসে তাকে জিঞ্জাসাবাদেও জন্য জন্য থানায় নিয়ে যায।

কালীগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মনিরুজ্জামান বলেন, ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ পাওয়ার পর প্রশান্ত কুমার দাসকে থানায় আনা হয়েছে। অভিযোগটি তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি পালপাড়ার মন্দির ধ্বংসের মুখে, ৫০ বছরেও হয়নি সংস্কার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি পালপাড়ায় অবস্থিত পালবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হরি মন্দিরটি দীর্ঘ ৫০ বছরেও কোনো সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শতবর্ষী এই ধর্মীয় উপাসনালয়টি এখন টিকে থাকার সংকটে রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মন্দিরটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কারকাজ হয়নি। ফলে সময়ের আবর্তে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এই পুরোনো ধর্মীয় স্থাপনাটি। এলাকায় সংখ্যালঘু কয়েকটি পরিবারের বসবাস। তাদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মন্দিরটির সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরোনো কাঁদামাটির গাঁথুনিতে নির্মিত মন্দিরটির দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ইট খসে পড়ছে, পলেস্তারা উঠে গিয়ে ভেতরের কাঠামো উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত টিনের চাল মরিচা পড়ে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে ছাদ দিয়ে পানি পড়ায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বেড়ে যায়।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুকুমার কুমার পাল বলেন, “পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই মন্দিরটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা দেখভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন বড় ধরনের সংস্কার না হলে মন্দিরটি টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার পাল বলেন, “প্রতি বছরই শুনি বরাদ্দ আসবে, কাজ হবে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও চোখে পড়ার মতো কোনো কাজ হয়নি। বরাদ্দ এসে থাকলে সেই অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব মানুষের সামনে আসা দরকার।”

স্থানীয় বাসিন্দা কাছেদ আলী বলেন, “বহুবার শুনেছি সরকারি বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও মন্দিরে কোনো কাজ হতে দেখিনি। টাকা কোথায় যায়, এলাকার মানুষ তা বোঝে; শুধু মুখ খুলতে পারে না। কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্ড সদস্যদের মাধ্যমেই সাধারণত এ ধরনের বরাদ্দসংক্রান্ত কাগজপত্র পরিচালিত হয়। তবে বরাদ্দের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবঞ্চিত এই মন্দিরটি শুধু একটি উপাসনালয় নয়; এটি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিবছর এখানে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তবে মন্দিরটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে দর্শনার্থী ও ভক্তদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় স্থাপনাটি রক্ষায় দ্রুত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান ও সংস্কারকাজ শুরু করতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়ীয়ায় হিন্দু যুবকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে সিঙ্গাপুরপ্রবাসী এক হিন্দু যুবকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা এলাকায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

জানা গেছে, বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা শ্রী আনন্দ কুমার পাত্রের ছেলে শ্রী চন্দন কুমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নিজের নাম পরিবর্তন করে “আব্দুল্লাহ আল আনাস” রাখেন। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের সময় নিজ গ্রামের স্থানীয় মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি।

মসজিদের খতিব মুফতি গোলাম মুক্তাদিরের হাতে হাত রেখে তিনি পবিত্র কালেমা শাহাদাত পাঠ করেন। এ সময় উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মুসল্লিরা তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং নতুন জীবনের জন্য দোয়া করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের সমাজসেবক আমিরুল ইসলাম কাতব ডাক্তারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। তারা নবমুসলিম আব্দুল্লাহ আল আনাসের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল্লাহ আল আনাস প্রায় পাঁচ বছর ধরে সিঙ্গাপুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। প্রবাস জীবনে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেন।

কোরআনের অনুবাদ, ইসলামী আলোচনা ও আলেমদের বক্তব্য শোনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাচাই-বাছাই শেষে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

নবমুসলিম আব্দুল্লাহ আল আনাস বলেন, “ইসলামের শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। দীর্ঘদিন ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। সবকিছু বুঝে ও যাচাই করে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি।”

তিনি আরও জানান, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর চুয়াডাঙ্গা আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নাম পরিবর্তন করেছেন।

ঝিনাইদহে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় ধর্মযাত্রা

পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় এক ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মযাত্রায় বের হয়েছেন পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মুলাডুলি এলাকার বাসিন্দা সরোজিত কর্মকার।

নিজ বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে গীতা পাঠ ও ধর্ম প্রচার করে এখন ঝিনাইদহে পৌচেছেন।

মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ শহরের গিলাবাড়িয়া শিব মন্দির প্রাঙ্গণে

তিনি গীতা পাঠ করেন। এ সময় স্থানীয় ভক্ত ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি হয়। গীতা পাঠের মাধ্যমে তিনি মানুষের মাঝে নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার আহ্বান জানান।

সরোজিত কর্মকার জানান, তার এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করা এবং সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চর্চা বাড়লে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। ধর্মযাত্রার অংশ হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে কয়েকটি এলাকায় গীতা পাঠ করেছেন আগামী দিনগুলোতে মাগুরা জেলার বিভিন্ন স্থানসহ সদর উপজেলার আলমখালী এলাকায় যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানেও তিনি একইভাবে গীতা পাঠ ও ধর্ম প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা ১১০ টাকা, সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ

মেহেরপুরে চলতি বছরের জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ হার নির্ধারণ করে।

বুধবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ফিতরা ও জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সহ-দপ্তর সম্পাদক ইদ্রিস আলী,

সাইফুর ইসলাম, আব্দুর রহমানসহ স্থানীয় মুসল্লিগণ।

সভায় জানানো হয়, স্থানীয় বাজারদর বিবেচনায় শরিয়াহসম্মতভাবে এ হার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফিতরা আদায়ের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

রমজান উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি

১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র রমজান উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করে। মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা, নৈতিকতা চর্চা এবং সংযমের শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুল মুনীরসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রমজান সামনে রেখে মেহেরপুরে জমে উঠেছে খেজুরের বাজার

পবিত্র মাহে রমজান শুরু হতে আর একদিন বাকি। রোজাকে ঘিরে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরের বিভিন্ন ফলের দোকানে বেড়েছে

খেজুরের চাহিদা। ইফতারের প্রধান অনুষঙ্গ হওয়ায় বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি ভিড় খেজুরের দোকানগুলোতেই।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রকার ও মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে নানা জাতের খেজুর। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বিভিন্ন মান ও প্রকারভেদে লুলু/বরই ৫০০ টাকা, মেডজুল ১,০০০ থেকে ১,৪০০-২,২০০ টাকা, মরিয়ম ১,২০০, আজওয়া ১,২০০, মাবরুম ১,২০০, মাশরুখ ৫০০, মাশরুম ১০০, দাবাশ ৫০০, খালাস ৩৫০, জিহাদি ৩০০, বারারি ৪৫০, ফরিদা ৫০০, আদম ১,২০০ ও রেজিজ ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারের এক খেজুর বিক্রেতা আলী জানান, রমজান এলেই খেজুরের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমরা চেষ্টা করছি ভালো মানের খেজুর সংগ্রহ করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে। কিছু আমদানিকৃত খেজুরের দাম বেশি হলেও স্থানীয় ও সাধারণ মানের খেজুর সাশ্রয়ী দামে রয়েছে।

অন্য এক দোকানি বলেন, মেডজুল ও আজওয়া খেজুরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অনেকে আগেভাগেই কিনে রাখছেন যাতে রমজানে সংকট না হয়।

খেজুর কিনতে আসা বামন পাড়ার ফখরুল ক্রেতা জানান, রমজানে প্রতিদিন ইফতারে খেজুর লাগে। দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে আমরা ভালো মানের খেজুরই কেনার চেষ্টা করি।

রমজানকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই মেহেরপুরের বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ইফতারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।